সংবাদ

তারিখ ... 24 JAN 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১-৭ কলাম ... ১ ...

বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

৭ বছরেও অধিভুক্ত করা হয়নি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তিকরণ আইন বাতিল করা হয়। ফলে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সগুলো গত ৭ বছরেও ফের অধিভুক্ত করা হয়নি। ২০০১ সালের ১৮ নভেম্বর বিএনপি সরকার এক আদেশে আওয়ামী লীগ আমলে চালু করা এ অধিভুক্তকরণ আইন বাতিল করেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, মেডিকেল কলেজ ও স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সগুলো আবার মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত (নিয়ন্ত্রণ) করা হলে চিকিৎসা শিক্ষার মান আরও উন্নত হবে। চিকিৎসা গবেষণার মান বাড়বে। রোগীরা দেশে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ পাবে।

এ ব্যাপারে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২০০৮ সালের ১০ অক্টোবর এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে লিখিত আবেদন করা হয়েছে। এখন মেডিকেল কলেজ ও স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা

অধিভুক্ত : পৃ: ২ ক: ১

অধিভুক্ত : করা হয়নি

(১২ পৃষ্ঠার পর)

করলে তাদের প্রতিষ্ঠানের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সগুলো আবার মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করতে পারে। আবার কেউ নাও আসতে পারেন।

জানা গেছে, চিকিৎসা শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে ৮ ডিসেম্বর স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে দেশের সব মেডিকেল কলেজ ও স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটগুলোয় চালু করা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সগুলো মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করার বিভিন্ন কৌশল নির্ধারণে সরকারের উচ্চপর্যায়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৯৯ সালের জুলাই মাস থেকে মেডিকেল কলেজ ও স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সগুলো মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়। এরপর থেকে দেশের মেডিকেল কলেজ ও স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের প্রথমে ৫৮টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স, দ্বিতীয় দফায় ৭টি ও তৃতীয় দফায় ১০টিসহ বিভিন্ন বিষয়ে ৭৫টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরেজমিন মেডিকেল কলেজ ও স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটগুলো পরিদর্শন করে পর্যাপ্ত গবেষণা, দিকনির্দেশনাসহ গাইডলাইন দিয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সগুলো চালু করার নির্দেশ দেন। চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা এসব কোর্স কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন।

সূত্র মতে, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০১ সালের ১৮ নভেম্বর এক প্রজ্ঞাপন জারি করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পোস্ট গ্র্যাজুয়েটগুলো অধিভুক্তি বাতিল ঘোষণা করেন। এরপর মেডিকেল কলেজ ও স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সগুলো সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেয়া হয়। আর এ সুযোগে বিএনপি সমর্থক ড্যাব নেতারা নিজেদের খুশিমতো কোর্স চালু করে। এ সুযোগে অনেকে দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। তারা ডিগ্রি নিয়ে রাতারাতি পদোন্নতি নিয়েছেন।

মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণার মান আরও বাড়ানোর জন্য মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা হয়েছে। চিকিৎসা গবেষণাসহ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সগুলো আন্তর্জাতিক মানের করার লক্ষ্যে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়। বিএনপি আমলে বাতিল করা অধিভুক্ত প্রক্রিয়া আবার চালু করার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে লিখিত আবেদন করা হয়েছে। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত (৭ বছর) তা চালু করা হয়নি।

এ ব্যাপারে বিএমএ সাবেক কোষাধ্যক্ষ বিশিষ্ট চক্ষুবিশেষজ্ঞ ডা. শারফুদ্দিন আহমেদ জানান, বিএনপি আমলে দলীয় স্বার্থে সুযোগ-সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও মেডিকেল কলেজ ও স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটগুলোয় পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সগুলো চালু করা হয়েছে। এটা এখনও চালু থাকলে চিকিৎসা শিক্ষার মান কমে যাবে। তিনি অবিলম্বে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সগুলো মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেয়ার দাবি জানান।